দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

পলাতক থেকেও চারশ' শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন

রংপুরে নাশকতা মামলার আসামির কেউ সাময়িক বরখাস্ত হননি

■ ওয়াদুদ আলী, রংপুর থেকে

পেট্রোল বোমায় মানুষ হত্যাসহ নাশকতা মামলার আসামি হয়ে রংপুরে শিক্ষতা পেশায় নিয়োজিত প্রায় ৪শ' জামায়াত নেতা গ্রেফতার এড়িয়ে মাসের পর মাস নিয়মিত বেতন-ভাতা উত্তোলন করে আসছেন। এর মধ্যে আছেন রংপুরের মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ ও পীরগাছা উপজেলাতে প্রায় ৩শ' এবং গাইবান্ধার পলাশবাড়ি, সাদুল্যাপুর ও সদর উপজেলায় ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন শিক্ষক। অথচ পুলিশের খাতায় তাদের পলাতক দেখানো হয়েছে।

জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা হিসেবে পরিচিত ওইসব আসামি রংপুরের এমপিওভুক্ত বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষকতা পেশার আড়ালে তারা পুলিশ হত্যা, নাশকতা, যানবাহন ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও মানুষকে পুড়িয়ে হত্যাসহ বিভিন্ন সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে আসছেন। এসব ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হলেও তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়নি। এর ফলে তারা পলাতক থেকেও মাসের পর মাস বেতন-ভাতা উত্তোলন করে নাশকতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। আসামিদের মধ্যে অনেকেই পেট্রোল বোমায় মানুষ পুড়িয়ে মারা মামলায় অভিযুক্ত। তবে ওই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে গতকাল মঙ্গলবার রংপুর বিভাগীয় কমিশনার দিলোয়ার বখত'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি এবং রংপুরের আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পলাতক থেকেও চারশ'

২০ পৃষ্ঠার পর

অধিদপ্তরের উপ-পরিচালককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেছি। আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়াসহ তাদের সাময়িক বরখাস্তের জন্য বলা হয়েছে। পুলিশ সুপার আব্দুর রাজ্জাক পিপিএম জানান, পলাতক থাকায় তাদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। তবে গ্রেফতারে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী এক শ্রেণীর নেতা নিজেদের ফায়দা হাসিলে জামায়াতের চিহ্নিত আসামিদের বিভিন্নভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে পুলিশী গ্রেফতারের হাত থেকে রক্ষা করে আসছেন। সেই সঙ্গে আদালতের মাধ্যমে কারো কারো জামিনের ব্যাপারে সুপারিশসহ সহযোগিতা করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও রংপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি জানান, আওয়ামী লীগের যে কোন স্তরের নেতার বিরুদ্ধে এ জাতীয় অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।